History P.G. Sem – 2

CBCS Paper – 204 – Unit – 2

Lokeswar Hanna

* তৃতীয় বিশ্ব কাকে বলে? এর পরিধি? স্বরূপ? ঠান্ডা লড়াই এর উপর এর প্রভাব?

⇒ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ঔপনিবেশিক অবসানে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নাটকীয় পরিবর্তন এসেছিল। এর ফলে ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে Third world বা তৃতীয় বিশ্ব একটি আকর্ষণীয় তত্ত্বীয় সৃষ্টি করেছে, ষাট এর দশক থেকে তৃতীয় বিশ্বমানে নতুন ধারনার উদ্ভব হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্ব কোনো এক সুসংহত প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো সুপরিকল্পিত রাষ্ট্র সংস্থা নয়, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র পত্রিকায় তৃতীয় বিশ্বের ধারণাটি ব্যাপক ব্যবহার হলেও একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই, আফ্রিকা প্রত্যেকের আলফ্রেড সভিয়ার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রসঙ্গ (ফরাসি) সর্বপ্রথম তৃতীয় বিশ্বের ধারনার উদ্ভাবক বলে মনে করা হয়, তাঁর কথা হল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী ধনতন্ত্রী শিবির এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্রী শিবিরের অন্তর্বর্তী স্তরে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা, ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশ গুলি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের ভৌগোলিক বলয় গঠিত।

আবার ডেভিড হরোউইজ তাঁর "Three world of development" গ্রন্থে — ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তিনি তৃতীয় বিশ্ব বলেছেন, আবার মাও সে তুং বলেন— শোষিত জাতিগুলি হল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। আসলে তৃতীয় বিশ্ব বলতে সাধারণ ভাবে পৃথিবীর অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে বোঝানো উচিত, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, উন্নত জীবনচর্চা, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক বিকাশের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলি হল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত।

অপর দিকে J.D.B. Millen তাঁর 'The Politics of The 3rd world' গ্রন্থে বলেছেন— "যারা পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলির সঙ্গে যোগ দেয়নি, তারাই হল তৃতীয় বিশ্ব"। সুতরাং এশিয়া, আফ্রিকা, ও লাতিন আমেরিকার মত প্রভৃতি অ-উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে যেখানে দারিদ্র, অস্থিতিশীল, দুর্বল সমাজ ও দুর্বল অর্থনীতির দ্বারা গঠিত তাদেরকে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

□ **পরিধি:** তৃতীয় বিশ্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ জটিল ও শিথিল ধারনা। এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য এবং সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌগোলিক আকৃতি গড়ে ওঠেনি, একটি পরিকল্পিত রাষ্ট্র সংস্থা হিসেবে 'তৃতীয় বিশ্ব' আত্মপ্রকাশ করেনি, তৃতীয় বিশ্বের ছবিটি বেশ জটিল, ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে তৃতীয় বিশ্বের চেহারা এক রকম, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তৃতীয় বিশ্বকে আরও এক রকম মনে হয়।

Scanned with CamScanner

'তৃতীয় বিশ্বের' ধারণাটি মূলত: 'উন্নয়নশীলতা' ও 'জোট নিরপেক্ষতা' তার দুই প্রধান বৈশিষ্ট্যের জন্য চিহ্নিত হয়েছে, এই দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দেশগুলি বিশ্বের মানচিত্রের কোন একটি বিশেষ অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও বিশ্বের মানচিত্রে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত দেশগুলিই তৃতীয় বিশ্বের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ 'ঠান্ডা যুদ্ধের সময়' অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবির এবং সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্যবাদী শিবিরে যোগ দেয়নি, তারা জোটনিরপেক্ষ থেকে নিজেদের উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে,

তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ তাদের আচার-আচরণ ও চরিত্রে জোট নিরপেক্ষ নয়, তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, জর্ডন ইত্যাদি দেশগুলি 'মার্কিন সামরিক জোটের সদস্য', ভিয়েতনাম জোট-নিরপেক্ষ দেশ হলেও রুশ 'কমেকন' এর সদস্যভুক্ত, স্পেন এবং পর্তুগাল 'NATO' এর সদস্য, আবার স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ড এবং তৎকালীন যুগোস্লোভিয়া ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশ নির্জোট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল অথচ তারা তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত নয়, সুতরাং তৃতীয় বিশ্বকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা অধিক যুক্তিসঙ্গত,

উল্লেখ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য-স্বাধীন দেশ যারা আর্থিক উন্নতির বিচারে 'অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও উন্নয়নের মাত্রার ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু রাষ্ট্র বর্তমানে শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, এশিয়ার অন্তর্গত তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, ফিলিপিনস এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো ও ব্রাজিল বর্তমানে যথেষ্ট উন্নত রাষ্ট্র, এদের উন্নয়নশীল বলা চলে না, অতএব তৃতীয় বিশ্ব বলতে প্রধানত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সমষ্টিকে বোঝানো হয়ে থাকে, এমনকি ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ না বলে উন্নত দেশ বলা চলে, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের ছবিটি বেশ জটিল।

Scanned with CamScanner

⑥ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্ব?

□ **গুরুত্ব:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ঠান্ডা লড়াই-এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত ইউরোপ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মৌলিক পরিবর্তন ঘটে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য,—

উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্ব প্রথমে United Nations Confarcance Trade And Development বা UNICTAD নামক একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠন করে। 1963 সালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিনআমেরিকাসহ 76 টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এতে যোগদান করে। এই সব সংস্থার মধ্যে আছে— ILO, FAO ও WHO প্রভৃতি সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের উপেক্ষিত নীতি মতো উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত স্বাধীন ও সার্বভৌমরাষ্ট্র গুলির সবচেয়ে তাৎপর্য পূর্ণ অবদান হল— জোট নিরপেক্ষতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করা। জোট নিরপেক্ষতার অর্থ শুধু মাত্র পরস্পর বিরোধী দুইটি জোটের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলা নয়; জোট নিরপেক্ষতার অর্থ হল বিশ্বের প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে ন্যায় সংগত ও বাস্তববাদী অবস্থান গ্রহন করা, সকল রাষ্ট্রের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন করে বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শকে শক্তিশালী করা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে আর্থিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি গ্রহন করা। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলি নিরপেক্ষ নীতি গ্রহনের মাধ্যমে এই আন্দোলনের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব প্রসার ঘটেছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারন, দরিদ্র দেশ গুলি অনুভব করেছে যে, সামরিক খাতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়, তা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য ব্যয় করা হলে মানবজাতির দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে। এই কারনেই তারা অর্থনীতির সামরিকীকরণ আণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণে প্রতিযোগীতার এবং বৃহৎ শক্তি বর্গের আক্রমণ ও আধিপত্যমূলক রাজনীতির বিরোধীতা করেছে, আগ্রাসনাত্মক ও আধিপত্যমূলক রাজনীতির অবসান, আণবিক যুদ্ধের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেছে। এই সূত্রে নিরস্ত্রীকরণের স্বপক্ষে আন্দোলনে সাফল্য হয়েছে।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় বিশ্ব উন্নয়নের আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য নানা তৎপর হয়ে উঠেছে, এ ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রাজনৈতিক সমস্যার থেকে আর্থিক সমস্যার সমাধানে বেশী মাত্রায় মনোযোগ অর্পণ করেছে, তাছাড়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিভাবে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর অসম শর্ত আরোপ করেছে, সেগুলি তৃতীয় বিশ্বই তুলে ধরেছে,

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে পারস্পারিক সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, SAARC, ASEAN, OPEC, G-15 প্রভৃতি সংস্থা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে,

☐ তৃতীয় বিশ্বের উপর ঠান্ডা লড়াই এর প্রভাব:

বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অব উপনিবেশিকরণ জনিত তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয় এবং ঠান্ডা লড়াই এর সূচনা ও প্রসার একই সাথে সমান্তরালভাবে ঘটেছিল, ঠান্ডা লড়াই ছিল মূলত প্রথম বিশ্ব আমেরিকা এবং দ্বিতীয় বিশ্ব সোভিয়েত রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, এই লড়াই আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত তৃতীয় বিশ্বের দিকে,

1945 খ্রি: থেকে 1949 খ্রি: পর্যন্ত ঠান্ডা লড়াই মূলত ইউরোপ-কেন্দ্রীভূত ছিল, পরে ঠান্ডা লড়াই দ্রুতগতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ঠান্ডা লড়াই-এ মত দুটি জোটের কোনটিতে যোগ দেয়নি, ঠান্ডা লড়াইয়ে তারা নিজেদের জড়াতে চায়নি, তবুও তৃতীয় বিশ্ব ঠান্ডা লড়াই ঢুকে পড়ে, ঠান্ডা লড়াই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ Freed Halliday বলেছেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে দুটি মহাশক্তিধর দেশের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠে — পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া, ও মধ্যপ্রাচ্যে জাপান, ফরাসি ও ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসানের ফলে এশিয়া মহাদেশে যে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়াকে আকৃষ্ট করেছে, এই সব অঞ্চলে দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তারে যে সব সংঘর্ষ গড়ে তুলেছিল সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

1950 খ্রি: কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা লড়াই এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, সুয়েজ সংকট, আরব-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব, ভিয়েতনাম সংকট, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাগুলো ঠান্ডা লড়াই এর রাজনীতির প্রভাব ছিল, তৃতীয় বিশ্বের এই সব স্থানীয় যুদ্ধে দুই বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া নানা ভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য,

1954 খ্রি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা' (South-East Asia Treaty Organisation) বা 'সিয়াটো' (SEATO) নামক কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি গঠন করে, এই সংগঠন বা সামরিক জোটের সদস্যরা হল মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ফিলিপিনস, এই অঞ্চলকে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গঠিত গঠিত হলেও এই অঞ্চলের মাত্র দুটি দেশ থাইল্যান্ড ও ফিলিপিনস এর সদস্য ছিল,

1955 খ্রি: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যেও মার্কিন মদতে চুক্তি রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য স্বাক্ষরিত হয়, পরবর্তীকালে এর নাম হয় 'বাগদাদ চুক্তি' অর্গানাইজেশন (Central Treaty Organisation) বা সেন্টো (CENTO), সেন্ট্রাল চুক্তি ব্রিটেন, পাকিস্তান, ইরান এই সামরিক জোটের সদস্য ছিল, এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে তেল সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন এবং এই অঞ্চলে রুশ আধিপত্য স্থাপনে বাধা দেওয়া,

1958 খ্রি: রাশিয়া, সিরিয়া ও মিশর 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' (United Arab Republic) গঠন করে, 1963 খ্রি: কুয়েত এবং 1964 খ্রি: ইয়েমেন রাশিয়ার স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুয়েজ সংকট, ভিয়েতনাম সংকট, কোরিয়া সংকট, প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বে ঠান্ডা লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছিল,

পৃথিবীর সমস্ত তেল সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ আছে মধ্যপ্রাচ্যেই, মধ্যপ্রাচ্য বলতে ইরাক, ইরান, সৌদি আরব এবং কুয়েতকে নিয়ে এর সমষ্টিকে বোঝায়, মধ্যপ্রাচ্যের এই সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্দেশ্যে বিশ্বের দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পারিক বিবাদে লিপ্ত হয় এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ঠান্ডা লড়াই এর সূত্রপাত হয়, এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি ঠান্ডা লড়াই এর আবর্তে জড়িয়ে পড়ে,

১৯৫৪ খ্রিঃ জেনেভা চুক্তির দ্বারা ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, এর ফলে ভিয়েতনামে মার্কিন মদত পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক সরকার গঠন করে এবং উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে, এই সূত্রে সোভিয়েত রাশিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামে সহযোগিতায় হাত বাড়ালে যুদ্ধ শুরু হয়, উল্লেখ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভিয়েতনাম ও ঠান্ডা যুদ্ধের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল,

কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত রয়েছে এমন দেশ ১৯৫১ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর করে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি বা ANZUS, এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্যবাদের প্রসার রোধ করা, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আরও ৪৪টি রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করে,

উপসংহার:

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রথম বিশ্ব ও দ্বিতীয় বিশ্বের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের উত্থান ঘটে, তৃতীয় বলতে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিকে বোঝায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঔপনিবেশিক অবসানের পর এই সমস্ত রাষ্ট্র চেয়েছিল জোট নিরপেক্ষ থেকে উন্নয়ন করতে কিন্তু কালের চক্রে এই সমস্ত রাষ্ট্র আজও নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে গিয়ে পড়ে কোথাও ঠান্ডা লড়াইয়ের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে,

পরিশেষে বলা যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৪ জন সদস্যের অধিকাংশই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশ, তৃতীয় বিশ্বের উদ্যোগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) প্রতিষ্ঠিত হয়, শুধুমাত্র এই সংস্থার মাধ্যমে বিশ্ব জনমত গঠন নয়, জাতিপুঞ্জের ভেতরে ও বাইরে শান্তি, প্রগতি ও সহাবস্থানে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, অধ্যাপক D.C. Bhattacharyya লিখেছেন, " The Third world nations have a major contribution to discussions.... of the world Organisation". অধ্যাপক V.K. Malhotra লিখেছেন — "The Third world Countries changed the nature and scope of international relations and made them global in true sense......"

প্রঃ। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে কবে কেন পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়?

=> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ২০ বছরের মধ্যে 1939 খ্রিঃ 1লা সেপ্টেম্বর নাৎসি বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করায় - তারা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স আনুষ্ঠানিক ভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। এই বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপেক্ষা অনেক ব্যাপক, বিধ্বংসী ও ভয়াবহ ছিল।

যুদ্ধের অন্তিম পর্বে জার্মানির আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষ সর্ব শক্তি নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মার্কিন সেনাপতি ম্যাকআর্থার, ব্রিটিশ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন এই যুদ্ধে নেতৃত্বে সামিল হন এবং তাঁরা অতি দ্রুতই জাপানের হাত থেকেই বেশ কিছু স্থান পুনঃরুদ্ধার করেন, এই অবস্থায় 1945 খ্রি: 17ই জুলাই মিত্রপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ জার্মানির পোটসডাম শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে পুনরায় জাপানের আত্মসমর্পন দাবি করেন, কিন্তু জাপান এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায় 6ই আগস্ট আমেরিকা জাপানের শিল্প শহর হিরোসিমা-য় আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে, বিশ্বযুদ্ধে এটি ছিল আনবিক বোমার প্রথম ব্যবহার, এই বিস্ফোরনে হিরোসিমায় 78,000 নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটে, এবং সম্পূর্ন এলাকাটি ধ্বংসস্তূপে পরিনত হয়।

অনুরূপভাবে 8ই আগস্ট রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমন করে এবং 9ই আগস্ট আরও শক্তিশালি আর একটি আনবিক বোমা নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করা হয়, এতে মৃত্যু হতের সংখ্যা ছিল 40,000, এর পর আত্মসমর্পন করা ছাড়া জাপানের সামনে কোনোও পথ খোলা ছিল না।

শেষ পর্যন্ত 14ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পনে রাজি হয়, এবং 10 রা সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পনের দলিলে স্বাক্ষর করে, যার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Scanned with CamScanner